

মুক্তমন ,মুক্তমনা ও বিবিধ ভাবনা

ভজন সরকার

এ প্রশ্নটা হামেশাই আমাকে ভাবিয়ে তোলে । অর্বাচীন কোলাহল আর বাগবিতন্ডায় মূল তর্কটাই হারিয়ে যাচ্ছে না তো ? নাকি আমাদের অজস্র লেখক-চিন্তাবিদেদের মত অবক্ষয় প্রতিরোধের নামে নিজেরাই আটকে পড়ছি অবক্ষয়ের জালে ?

(২)

একবিংশ শতকে এসে যা নিয়ে সচেতনা আর শুভবুদ্ধি জাগরনের আহ্বান তা তো উনবিংশ আর বিংশ শতকের বহুল চর্চিত -চর্চিত আর আলোচিত বিষয় । রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, জালাল উদ্দিন থেকে সৈয়দ আহমেদ বা শরিয়তুল্লাহ ধর্মসাধনা আর সংস্কারের পালে যে হাওয়া দিয়েছিলেন, তাতে মুক্তচর্চা আর মুক্তবুদ্ধির প্রভাব কতটুকু ছিল তা সময় ও বাস্তবতার নিরিখে দার্শনিকের গবেষণার বিষয় । কিন্তু আজ ধর্ম ব'লে যা ধারণ করা হচ্ছে অথবা ধর্ম নিয়ে যে সংঘাতের লিপ্ততা, তা থেকে এটা প্রমানিত যে, ধর্ম সাধনায় মুক্তি নেই- না আর্থিক, না পারলৌকিক । কেন না , লক্ষ্মীপূজায় আজ আর উপার্জন বাড়ে না,কালীর সামর্থ্য নেই মিসাইল কিংবা পারমানবিক বোমা মোকাবেলা করার,শীতলপূজায় সারে না রোগ বালাই । যতই ধর্মকে দার্শনিকতা আর আধ্যাতিকতার মোড়কে মুড়িয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে উচ্চমার্গে তোলার চেষ্টা হোক না কেন, ধর্ম যে ইতর বিশেষের স্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হয় নি কিংবা সম্ভবও নয় , তা বর্তমান বাস্তবতা থেকেই উপলব্ধিতে আনা সম্ভব । এটা হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খ্রিষ্টান-জৈন-বৌদ্ধ সবার ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য ।

(৩)

যে কোন সমাজে সাংস্কৃতিক ও মুক্ত-চিন্তা বিকাশের আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী লোকের সংখ্যা যথেষ্ট থাকে না । কিন্তু অসংস্কৃত আর রুচিহীন মানুষের সংখ্যা যখন প্রবল ও সংহত হয়ে ওঠে বিপত্তি বাধে তখনি । আমাদের সমাজের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, কী প্রবল প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে বেড়ে উঠছে এ ভয়ঙ্কর মানুষগুলো । সাথে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে আমাদের রাষ্ট্র-যন্ত্রগুলো । বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সবখানেই অযাচিত ও অপ্রাসংগিক ভাবে ধর্মীয় বিষয়কে টেনে এনে প্রতিনিয়ত মগোজ ধোলাই করা হচ্ছে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের । বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের বেশ-ভূষা-আচার-আচরন - কথা-বার্তা-চিন্তা-চেতনায় যে পরিশীলিত বিজ্ঞান-মনস্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁপ আশা করার ছিল - তা পুরোপুরিভাবেই অনুপস্থিত । আজ আর কোন পরিধিতেই একটি মাদ্রাসার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের তফাৎ নেই । মাদ্রাসা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে উন্নীত হ'ত আশার কথা ছিল সেটাই । কিন্তু হয়েছে ঠিক উলটো । বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক যখন ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই দেখতে পান যাবতীয় সভ্যতা,কৃষ্টি-সংস্কৃতি,জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি আর উৎস এবং সে মুখ্যতাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারযন্ত্রে ছড়িয়ে দেয়া হয় সবার উদ্দেশ্যে, তখন সে শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্ত-চিন্তার আশা দূরাশার নামান্তর মাত্র ।

(৪)

সমাজে চলমান যে নানাবিধ বিরোধ যেমন হিন্দুর সাথে মুসলমানের,মুসলমানের সাথে ইহুদি বা খ্রিষ্টানের, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের,সংস্কারের সাথে কুসংস্কারের,সংস্কৃতির সাথে অপ-সংস্কৃতির,সুরের সাথে বেসুর বা অসুরের-তা আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে সৃষ্টি হয়ে লালিত-পালিত এবং পরিপুষ্ট হচ্ছে শিক্ষায়তন ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় । আসল লড়াই আর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্তরগুলো বোধহয় পরিবার থেকে সমাজ এবং শিক্ষায়তন থেকে রাষ্ট্র অবধি পরিব্যপ্ত হওয়া প্রয়োজন ।

(৫)

মুক্তমন আর মুক্তচিন্তার প্রাথমিক বাঁধাটা আসে পরিবার থেকেই । সমাজ তাকে লালন করে নানাবিধ সামাজিক আর ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে । পরিবার শিক্ষা দেয় অনুকরণ আর অনুসরণের । আর সমাজ দেখায় রক্ত চক্ষু । একজন আরজ আলী মাতুব্বর হয়ত বেড়িয়ে আসতে পারেন সমাজের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে । কিন্তু অযুত-সহস্র মুক্ত-চিন্তার মানুষ রয়ে যান সে অন্ধকারেই । বাংলাদেশেও আছে এমন অনেক “ লামচরি ” গ্রাম, আছে এমনও “আরজ আলী মাতুব্বর ”-যারা আজীবন যুক্তিবাদ ও মুক্ত- চিন্তাকে ধারণ করার জন্যই নির্যাতিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন । কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর বেড়িয়ে আসতে পেরেছেন তার সৎসাহস আর সৌভাগ্যপ্রসূতঃ বন্ধু ভাগ্যের সহায়তায় । অন্যেরা আছেন সে তিমিরেই । সমাজ সুকৌশলে সংস্কারের ডাল পালা ছেঁটে আবার রোপন করছে কুসংস্কার আর ধর্মীয় বিধিনিষেধের “ বিষ বৃক্ষ ” ।

॥ মে ২১, ২০০৬ ॥